NESHAKHURI KIGHAKMARE. Spirit Drinking Evils. Drama by Maheschandra Das. 8vo. pp. 22. *Calcutta.* 1863. 6*d*.

নেশাখুরি কি ঝক্‌মারি।

নাটক।

Beng 749 14

শ্রীমহেশ্চন্দ্র দাস দে

প্রণীত।

শ্রীসেখ জমিরদ্দীন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

গরাণহাটা ষ্ট্রীটে

৯২ নং ভবনে এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান যন্ত্রে

মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৫

মূল্য ৵১০ আনা মাত্র।

BRITISH MUSEUM

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক গরাণহাটার দক্ষিণাংশে শ্রীমতী পান্না বিবির বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর পিরীতি বিষম জ্বালা নাটক ও বুড়ো বুড়ির ঝকড়া, আর দু সতীনের ঝকড়া ছাপা হইতেছে জানিবেন ইতি ১২৭০ সাল ২২ জ্যৈষ্ঠ।

জিলা হুগলি থানা হরিপাল সাং বন্দিপুর।
শ্রীসেখ জমিরদ্দীন।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাঙ্কিত

নেশাখুরি কি ঝক্‌মারি।

নাটক।

শ্রীমহেশ্চন্দ্র দাস দে

প্রণীত।

শ্রীসেখ জমিরদ্দীন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

গরাণহাটা ষ্ট্রীটে

৯২ নং ভবনে এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান্ ইউনিয়ান যন্ত্রে

মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৫

মূল্য ৵১০ আনা মাত্র।

BRITISH MUSEUM

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক গরাণহাটার দক্ষিণাংশে শ্রীমতী পান্না বিবির বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর পিরীতি বিষম জ্বালা নাটক ও বুড়ো বুড়ির ঝক্‌ড়া, আর দু সতীনের ঝকড়া ছাপা হইতেছে জানিবেন ইতি ১২৭০ সাল ২২ জ্যৈষ্ঠ।

জিলা হুগলি থানা হরিপাল সাং বন্দিপুর।

শ্রীসেখ জমিরদ্দীন।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাঙ্কিত

নেশাখুরি কি ঝক্‌মারি।

নাটক।

(নটের প্রবেশ।)

(স্বগত) আহা! এই রঙ্গস্থল কি রম্যকর হইয়াছে, আমার মন প্রাণ জীবন নয়ন সফল করিল, ইহাতে আমার কি সাধ্য যে এই রঙ্গস্থলে আমি একাকী গমন করি, তবে অগ্রে প্রিয়াকে আহ্বান করি।

রাগিণী জয় জয়ন্তী। তাল জৎ।

কোথা ওহে প্রাণেশ্বরী দেহ দরশন।
তোমা বিনে এ ভয় আমার কে আর করে নিবারণ॥
তোমা বিনে নাহি জানি, শুন ওহে বিনোদিনী,
মোহিত কর আপনি, আসিয়া ত্বরায় এখন।
বসিয়া আছেন সভায়, গণ্যা মান্য মহাশয়,
তুষিতে হবে সবায়, তাঁদের যে এইক্ষণ॥
কোথা ওহে প্রাণপ্রিয়ে দেহ দরশন।
তোমা বিনে এ সভাতে কে করে গমন॥
সমুদ্র সমান সভা দেখে হয় ভয়।
কার সাধ্য এ সভাতে একা আগু হয়॥
বাসব সমান শোভা সভার বর্ণন।
যাহাতে আছয়ে দশ জন মান্যগণ॥

দশ জনার আগমনে প্রভু অধিষ্ঠান।
দশ চক্রে ভগবান ভূত জানিহ প্রমাণ॥
দশ মাথা রাবণের সবে করে ভয়।
দশরথ রাজা দেখ তেজবন্ত হয়॥
দশ জন পরিবারে গৃহস্থ বলায়।
দশের লাঠি একের বোঝা জানিহ নিশ্চয়॥
দশভুজা দুর্গা দেখ দৈত্য নিপাতিনী।
দরগার সত্যপির সত্যময় তিনি॥
দেখ প্রিয়ে তুমি আইলে হই দুই জন।
করিব সবার তবে মানস পুরণ॥

(নটীর প্রবেশ।)

রাগিণী সুরট। তাল পোস্তা।

কেন প্রাণনাথ তুমি তাকিয়ে কহ আমায়।
ঘুমে অঙ্গ ভারি হয়ে চলিতে নারি ত্বরায়॥
একেত নারী অবলা, সহজে হই চঞ্চলা, অবলা তাহে অফলা, জন্ম বৃথা হে ধরায়॥ তুমি হে পুরুষ ধন্য, নারী মধ্যে অগ্রগণ্য, ত্রিভুবন মধ্যে মান্য, পরেষ মুনির প্রায়॥

ত্রিপদী।

কেন নাথ কি কারণ, ডাকিলে কহ বচন,
স্বরূপেতে বল বল শুনি।
শয্যাতে করে শয়ন, ঘুমে অঙ্গ অচেতন,
নিদ্রাগত ছিলাম আপনি॥

কহ নাথ করি দয়া, বিবরণ প্রকাশিয়া,
শুনিয়া যুড়াক মোর মন।
পরেতে কর্ত্তব্য যাহা, আমি হে করিব তাহা,
এই মোর শুন বিবরণ॥

নট উক্তি গীত।

রাগিণী বসন্ত। তাল মধ্যমান।

এসহে এসহে এস প্রাণ সজনী।
রঙ্গস্থলে উদয় আসি হও ওহে বিনোদিনী॥
তোমাবিনে এই কার্য্য, কে আর করিবে ধার্য্য,
হইয়াছি কি আশ্চর্য্য, মণি হারা যেন ফণী। রঙ্গ
স্থলে রঙ্গকর, ভুলাও যত মান্যবর, তোমার
গুণেতে মোর, সর্ব্বত্রে বীজয় জানি॥

শুন ওহে প্রাণেশ্বরী করি নিবেদন।
নাট্যছলে বাক্‌ছল হবে আরম্ভন॥
মনবাঞ্ছা তোমাবিনে আর কে পুরাবে।
আশু আসি উদয় হও প্রিয়োসিনী তবে॥
সামান্য না হয় ধনী এই নাট্য গীত।
একেবারে সকলেতে হইবে মোহিত॥
কত মান্যামান বসিয়াছে এ সভায়।
এক এক জনা হন বাসবের প্রায়॥
তা সবার মনরঞ্জন করিতে হইবে।
একেলার কর্ম্ম নয় নিশ্চয় জানিবে॥

অতেব তোমারে ধনী করিনু আহ্বান।
আমা হৈতে হবে তুমি অতি জ্ঞানবান।
বুদ্ধিমতী হও তুমি শিষ্ট শান্ত মতি।
বিলম্ব হইলে আর নাহিক নিষ্কৃতি॥
অতঃপর রঙ্গভূমে আইস ত্বরায়।
বিলম্বেতে কার্য্য নাশ জানিবে নিশ্চয়॥

(নটী উক্তি)

নটী কহিলেন হে রসরাজ? আপনি যে আমাকে আহ্বান করিলেন, আমি একে কুলবালা তাহে অবলা, কিছুই জ্ঞান নাই অতএব কার উক্ত এই নাট্য আরম্ভ হইবে আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি তবে অবশ্য জাপনকার আশীর্ব্বাদে অবশ্য সফল করিতে পারিব।

নট উক্তি।

শুন ওহে প্রাণ প্রিয়ে করি নিবেদন।
নেশাখুরি ঝকমারি নাটক বর্ণন॥
মহেশচন্দ্র দাস দে হইতে বিরচন।
অমৃত জিনিয়া ভাসা তাহার বর্ণন॥
সেই নাটক আরম্ভ করিব দুইজনে।
সে বর্ণন উক্তি কেবা করে তোমাবিনে॥
অতএব প্রাণেশ্বরী করি নিবেদন।
বিলম্বেতে কার্য্য নাই কর আরম্ভন॥

প্রথম অঙ্ক।

(চারিজন ইয়ারের প্রবেশ)

কোথা হে গোপাল বাবু ঘরে আছ হে? ওহে দ্বার টা খোল।

গোপাল। কে হে দ্বারে ঘা মাচ্চো।

ইয়ারগণ। ওহে আমরা হে তোমার ইন্টিমেট ফ্রেন।

গোপাল। ইস্ আজ যে বড় বন্ধুগণ তবে সকলে ভাল আছ, অনেক দিনের পর যে হে আর যে দেখিনি তবে কি মনে করে ভাই।

ইয়ারগণ। ভাই আজ বাগানে যাচ্চি চল, আমরা আবার কাল্‌কে আস্‌ব।

গোপাল। ওহে বন্ধুগণ এক ছিলিম তমাক খাও, ওরে হরেকৃষ্ণা তমাক দে জা।

হরেকৃষ্ণ। এই তমাক খান মশায়।

(চারিজন বন্ধুসহ গোপালের বাগানে প্রস্থান)

আগেতে বাগানে গিয়া রন্ধনি ব্রাহ্মণ।
নানামত খানার করেছে আয়োজন॥
হাঁসের ডিম্বের বড়া মুরগীর ঝোল।
আলু পটল ভাজা আর হয়েছে নারকোল॥
চিঙ্গড়ীর ধোকা আর রুয়ের পোলয়া।
রান্ধিয়াছে নানামত মসলা তায় দিয়া॥
রন্ধন তৈয়ার তবে হেরি বাবু গণ।
সকলেতে স্নান করি কৈল আগমন॥
চারিটা বোতল মদ্য আইল তদন্তর।
বসিল খাইতে সবে আনন্দ অন্তর॥

চারি দিগে বসিলেন বন্ধু কয়জন ।
বেশ্যা দুইজন বৈসে মধ্যেতে তখন ॥
ঢালিয়া ঢালিয়া সবে খাইতে লাগিল ।
একেবারে চারিটা বোতল ফুরাইল ॥
মদ্য বিনে বন্ধুগন হয়ে খেদান্বিত ।
আনন্দে গাইছে কেহ শ্যামাবিষয় গীত ॥

রাগিণী বসন্ত বাহার । তাল ঠেকা ।
ওমা কালী আমাদের মদের বোতল কেনখালি ।
ভাড়েমা ভবানী হয়ে বৈস মুণ্ডমালী ॥
মুড়ি কড়াই কাছে পড়ি, যাচ্ছে মাগো গড়াগড়ি
হোচ্ছে মাগো ছড়াছড়ি দিচ্ছে করতালি । খাপ
ছাড়া হলো দশা, দেখ দেখি কি তামাসা মদ্য
বিনে হীন দশা বুঝিহলো সকলি ॥

এইরূপ বন্ধুগন আক্ষেপ করত সকলেই ভোজন করিতে বসিলেন, পরে ভোজন সমাধা হইলে কেহ স্নান করিতে লাগিলেন কেহবা মৎস্য ধরিতেছেন, এইমত সকলেই মাতলামি করিতেছেন, কেহবা চিতপাৎ হইয়া জলে ভাসিতেছেন, ইহা দিগের আচরন দেখিয়া সকলেই ছি ছাক্কার করিতে লাগিলেন, তাহা বাবুদের কাকু শুনে, এমত সময়ে কতকগুলি স্ত্রীলোক জল লইতে আসিয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছে, কেহ বলিতেছে ইহারা বুঝি শুঁড়ির ছোচানি খাইয়াছে তাহাতে এইরূপ ঘটিয়াছে কেহ বলিতেছে ওগো দিদী মাতাল হওয়া কি খারাপ

দেখ দেখি কি দুর্গতি হইতেছে আহা! ধূলায় পড়িয়া জ্ঞান শূন্য হইয়াছে মদ্য ভদ্রেত খায়না যদি খায় সেই অভদ্র এই বলিয়া সকলে জল লইয়া প্রস্থান করিলেন, গোপাল বিছানাতে পড়িয়া এক স্বপন দেখিতেছেন যেন তিনি অদ্ভুত নামা এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া মনোহর উপবনে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, উপবন অতি সুন্দর চারিদিগে নানাজাতি তরু শ্রেণীতে শোভিত হইয়াছে বিবিধ সুগন্ধ কুসুম বৃক্ষ সকল প্রস্ফুটিত পুষ্প পুঞ্জে অতি রমণীয় রূপ ধারান করিয়াছে, তাহাদের মৃদু গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছে। গোপাল ঘোষ তখন উপবনের শোভা সন্দর্শনে, অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং উদ্যানের সকল দিগে সুদৃশ্য বৃহৎ বৃহৎ পুত্তলিকা দেখিয়া বারে বারে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে তাহার হঠাৎ পিপাসা হইলে জলপান জন্য পুষ্করণীর অভিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন, সরোবর অতি মনোহর, দুই দিগে পুষ্করণীর ঘাট বান্ধা, চারিদিগে নানা জাতি অতি ক্ষুদ্র২ পুতুলিকা রহিয়াছে, পরে জলে নামিয়া একাঞ্জলি জল গ্রহণপূর্ব্বক মুখে দিবা মাত্র "রাম রাম" কি দুর্গন্ধ জল তো কখন এমন কোন পুকুরে দেখি নাই হরি হরি, এ কার বাগান? তার মতন নরাধম তো ত্রিভুবনে নাই, হায় হায়! সকলি হিন্দুর দেবতার মত কেবল পুতুল সার।

পুকুরের জল দেখি পরান আকুল।
কেবল দেখিতে পাই সুন্দর পুতুল॥

পচা গন্ধে প্রাণ যায় বাপ বাপ বাপ।
ছুঁলে পরে বমি উঠে গায়ে ধরে কাঁপ॥
মিছে দেখি সাজ সজ্জা সব ফক্কিকার।
কেবল বাবুর বাগান মাত্র সার॥
সকলি হিন্দুর দেবতা ভিতরেতে খড়।
কার্য্য নাহি জল খেয়ে পুকুরেতে গড়॥

ঘোষজা মহাশয় পুষ্করণীর জল দেখে এইরূপ আক্ষেপ করত, উদ্যানের এদিগ ও দিগ চারি দিগ দৃষ্টি করত কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগিলেন। কোন দুরাত্মা পাপি এ উদ্যান করেছে বেটার কেবল বাহিরে সাজ সজ্জাই সার পুকুরের জল দেখি চৌদ্দ বৎসরের পচা মলের চেয়েও দুর্গন্ধ, রাম রাম! এ বেটার মতন চামারত আর কখন শুনি নাই ও দেখি নাই।

এমন সময়ে পুষ্করণীর দক্ষিণ দিক্ হৈতে আগে এক জন পেয়াদা পশ্চাৎ এক জন অর্দ্ধ বয়স্ক বাবু দুস্মন চেহারায় ন্যায় আসিতেছে দেখিয়া ঘোষজার ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল, ভাবিলেন এ বেটাকে যে দেখ্‌ছি যদি শুন্তে পেয়ে থাকে তবেত মেরেই দফাটা সার্‌বে যা থাকে কপালে এইবেলা এক বার ভগবানের নামটা করে নি এই ভেবে এক গৌরভক্তির গান আরম্ভ করিলেন।

জয় গোবিন্দ গৌরচন্দ্র গোপাল গোবর্দ্ধনং।
জয় নিত্যানন্দ ভানু সুতং ভব ভয় নিবারণং।

এমন সময়ে সেই পেয়াদা পুকুরের নিকটে আসিয়া ও আদ্‌মিৎ ক্যা চিল্‌তা দেখ্‌তা নেই দেয়ান মশায় যাতা,

তখন ঘোষজা তাহার কথা শুনে, (চমকিয়া) কি পেয়াদা সাহেব কি তোম্ বোল্তা হ্যায় হাম তোমারা পুকুরমে হাগ্তা নেই, হাম তো হরি নাম কত্তা হ্যায়।

পেয়াদা। হাম হরি নাম টরি নাম সম্জাতা নেই দেয়া-নজী জাতা তোম্ চিলাও মৎ।

গোপাল ঘোষ। দেওয়ান মহাশয় জাতা হ্যায় উনকি হরি নাম শুনে ক্ষেপা হুয়া স্বগত হবেনিতো তাহা পুকুরেই টের পেয়েছি।

পেয়াদা। কি বোল্তা হ্যায় রে।

গোপাল। এইবার শালা মাল্যে রে, পেয়াদা সাহেব তোমার গাঁজা টাজা চলে।

পেয়াদা। ক্যায়া তোম্রা পাস গাঁজা হ্যায়? বোল্ না হাম দেগা।

গোপাল। হামারা পাস গাঁজা হ্যায় তোম্ এক জেরা সুখা দেও।

পেয়াদা। সুখা চাই এই লেও, গোপাল সুখা পেয়ে আচ্ছা করে গাঁজা তৈয়ার করে কল্কেতে আগুন দিয়ে এই লেও পেয়াদা সাহেব পিও।

পেয়াদা। আচ্ছি বোম বদ্দিনাথ এই বলে খুব সে দম মারিয়া পিও ঘোষজা মহাশয় পিও পিও।

গোপাল। হাঁ পেয়াদা সাহেব পিতা হ্যায় এই বলে কসে এক দম মেরে, পেয়াদা সাহেব ঐ পুকুর ধারমে একঠো হাবলি কিস্কা ও তো হাবলি বড়া উচা হ্যায় জী।

পেয়াদা। কর্ত্তা মহারাজকো বৈঠকখানা হ্যায়।

গোপাল। কি বোলতা কর্ত্তা মহারাজকো পাইখানা হ্যায়।

পেয়াদা। আরে তোম্ কাহাকো উল্লুক হ্যায় কুচ্ সমজাতা নেই কর্ত্তাকা বৈঠকখানা হ্যায়।

গোপাল। হাঁ এস্বকত সমজাতা হ্যায় মহারাজকো বৈঠকখানা হ্যায় ওখান মে মোকাম কিয়া।

পেয়াদা। হাঁ।

এমন সময়ে বৈঠকখানার পশ্চিমদিকে বারাণ্ডায় কর্ত্তা মহারাজ দাঁড়াইলেন, ঘোষজা তাহাকে দৃষ্টি করত ও পেয়াদা সাহেব ধর ধর ঐ খেলে ঐ খেলে বারাণ্ডায় বাঘ বেরিয়েছে, তোমার পায়ে পড়ি ধর খেলে।

পেয়াদা। ও ক্যা তোম্রা মাফিক পাগ্লা তো দুনিয়ামে দেখ্তা নেই ও ক্যা বাঘ হ্যায় না কর্ত্তা মহারাজ খাড়া হ্যায়।

গোপাল। তাই বলি উনি তোমাদের কর্ত্তা মহারাজ উহার মুখ দেখে মানুষ বলে জ্ঞান হয় না বাবা যেন কেদো বাঘ পেয়াদা সাহেব তোমারা রাজা কো ইজের পরা কেসাস্তে আউর মাথামে পাগ হ্যায়।

পেয়াদা। বড়া আদমি আপনা কো খুসি সে পরতা হ্যায়।

গোপাল। তোমরা রাজা কো নাম কেয়া হ্যায়।

পেয়াদা। ওস্কো নাম আনন্দকুমার।

(দুই জন মাতালের প্রবেশ।)

রাগিণী সিন্ধু। তাল যৎ।

ওগো শ্যামা কে তোমারে বলে গো কালী।
আমার কেন মদের বোতল হয়ে গেল খালি।
আমার মুড়ি কড়াই চাটনী যত, পড়ে কাঁদে
অবিরত, এখন বোতলেতে আবির্ভূত হও
মুণ্ডমালী॥

হরি মাতাল। বাবা কে তুমি বাবা এখানে বসে রয়েছ বল্‌না শ্যালা।

শ্রীরাম মাতাল। দূর শালা আমাকে চিনিস্‌নি হামি তোর বাবা না শ্যালা কেমন দাদা।

শ্রীরাম। ভাই দাদা তুই একটি গান গানা ভাই যেন আমার মতন শ্যামা বিষয়।

হরি। গান শুন্‌বি শ্যালা তবে শোন।

রাগিণী শুরট। তাল পোস্তা।

ষড়ানন ভাই তোর কেন নবাবি এত।
তোর মা দশভুজা পেটের জ্বালায় পাঠা খেত॥
তোর বাপ ভিক্ষারি মা নেঙ্গটা, হাতে তোর
তীর কামটা, শিখিপরে আরোহিত। ঐ
তোর ভাই সেই গণেশ দাদা হাতি মুখ ইঁদুর
পোঁদা, কলা বউকে বিয়ে কোরে তারে নাহি
অন্ন দিত॥

(বলিতেং খানায় পতন।)

গোপাল। একি হেরি হরিহ, মাতালের গতি হেরি,
অবাক হইনু দেখে সব।
এই যত ফক্কিকারি, মদ খাওয়া ঝক মারি,
একি কাণ্ড হেরি অসম্ভব ॥
মদ খেয়ে সকলেতে, হেরিতেছি বাগানেতে,
নৃত্য করি বেড়ায় সকলে।
নাহি কিছু জ্ঞানোদয়, অজ্ঞান হইয়া রয়,
যারে তারে কটু বাক্য বলে ॥

গোপাল। পেয়াদা সাহেব ও কোন আদমি চিল্‌তা হ্যায় আবার গীত গাওতা হ্যায়।

পেয়াদা। ও আদমিত মাতাল হুয়া তোমবি মদয়দ খাও।

গোপাল। না পেয়াদা সাহেব মদ খাতা নেই।

এমন সময় সেই মাতাল দুজন।
ঘোষজার সন্নিকটে করে আগমন ॥
বলে বাবা কে তুমি তোমার বাড়ি কোথা।
কি কারণে এখানেতে কহ সত্য কথা ॥
বলিতে বলিতে কথা টলিয়া তখন।
তাহার উপরে গিয়া পড়িল দুজন ॥
মাতাল দেখিয়া তবে মনে পায় ভয়।
পাছু পানে হটিলেন ঘোষজা মহাশয় ॥
মাতাল দেখিল এক কুকুর শয়নে।
দ্রুত গিয়া তাহারে ধরিল দুই জনে ॥

হাত বুলাইয়া নাকে দেখিয়া তখন।
কুকুরের প্রতি সেই বলিল বচন॥
ছিছি ওলো মেয়ে মানুষ নত নাই নাকে।
উলঙ্গ হইয়া কেন লজ্জা নাই তোকে॥
এত বলি চুম্ব খায় কুকুর বদন।
কুকুর সে কামড়াইল তাহারে তখন॥
দর দর পড়ে রক্ত বলে বাপ বাপ।
তুই বেটী কামড়াইলি কেন গয়ার পাপ॥
দূর দূর বলি তারে তাড়াইয়া দিল।
টলিতে২ তখন ঘরেতে চলিল॥

(গোপাল ঘোষের প্রস্থান।)

গোপাল। (স্বগত) হায়! এদের তো এই ব্যবহার দেখিলাম এক্ষণে বৈঠকখানাতে গিয়া কর্ত্তার কি রূপ ব্যাবহার দেখি এই ভাবিয়া বৈঠখানায় গমন করিয়া দেখিলেন, দেওয়ান মহাশয় মস্ত এক ডাবা হুঁকায় নল লাগিয়ে ভড়র ভড়র করে তমাক টান্‌ছেন এবং নিচে ঘরে মুরগীর এণ্ডা রন্ধন হোচ্ছে, কাবাব কালিয়ে দম ইত্যাদি খানার উদযোগ হইতেছে, ঘোষজা তখন এক ঘর হইতে অন্য এক ঘরে প্রবেশ করিলেন, সেই ঘরেতে দুইটি মানুষের চক্ষু দিয়ে বারি নির্গত হইতেছে ঠিক্ যেন ক্রন্দন করিতেছে।

ঘোষজা ইহা দেখি পরে, কহে কথা দুজনারে,
কেন ভাই করিয়া এমন।

বল বল বিবরণ, শুনিতে বাসনা মন,
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন ॥
শুনি এক জন কয়, বল্‌তে ভাই লজ্জা হয়,
গুলি খাবার পয়সা ঘরে নাই।
মোরা ভাই দুইজন, তাহাতে করি রোদন,
চারি পয়সা কোথা গেলে পাই ॥
রহিতে না পারি বসে, চক্ষু দিয়ে জল এসে,
আই ঢাই করিতেছে প্রাণ।
যদি কেহ দয়া করে, চারি পয়সা দেয় মোরে,
হই তার নফর সমান ॥
গোপাল এতেক শুনি, দয়া করিয়া অমনি,
চারি পয়সা দিল দুইজনে।
আনন্দিত হয়ে মন, আশীর্ব্বাদ করি তখন,
দোহে চলে আড্ডার ভবনে ॥
গোপালে না ছেড়ে দিল, সংহতি করিয়া নিল,
আড্ডায় হইল উপনীত।
দেখে গুলি খোর কত, সারি২ বসে যত,
দেখিয়া গোপাল চমকিত ॥
কার পেট ঢাকাই জ্বালা, রোগা২ হাত গুলা,
কালি পড়া কাহার চক্ষেতে।
কলসীকানায় হুঁক দিয়ে, নল মেরু খাটাইয়ে
ভড়র ভড়র টানে সকলেতে ॥
হলা বলে গদাধরে, কহ ভাই সত্য করে,
ক পুরিয়া খাও দিনান্তরে।

সে জন বলে রাগিয়া, অনায়াসে কুড়ি পুরিয়া,
পাই যদি খাই একে বারে ॥
শুনি কহে আর জন, তোর মিথ্যা এ বচন,
কোন শালা কুড়ি পুরিয়া খায়, ।
দশ পুরিয়া খেলে পরে, পোঁদ দিয়ে রক্ত ঝরে,
গুলি খাওয়া এ বিষম দায় ॥
পুনঃ সেই জন কয়, অবশ্য খাব নিশ্চয়,
দশ তঙ্কা বাজি এসো করি।
যদি না খাইতে পারি, বাজি তবে হবে হারি,
শুনি গোপাল বলে হরি২ ।
সব বেটারা দেখি কুরুর, নেশাখুরি বালাই দূর,
কেন বিধি গঠিল সবারে ।
বেটাদের পোঁদে ট্যানা, কোরে বসেছে বাবু আনা,
চুঁচুঁড়ার সঙ্গ হেরি সবা কারে ॥
(মাধব গুলি খোরের প্রবেশ)
রাগিণী হাড়িকাট । তাল খাঁড়া ।
গুলি খোরের গীত ।
আয় না ভাই কে কে তোরা গুলির আড্ডাতে যাবি ।
একটা ছিটে টান্‌লে পরে চতুর্ব্বর্গের ফল পাবি ॥
দুই পুরিয়া খেলে পরে, নাহি যায় সে যম ঘরে,
কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ নগরে লয়ে যায় তারে আর্ব্বি ॥
তোড় জোড় মেরু তেরু জুগিয়ে দেন সেই কল্প-
তরু, ভবে পার কর্‌বেন গুরু, পারে বসে খাবি
খাবি ॥ আহা বেশ ।

হরিদাস। বাবা বেশ ভাই বেশ গীত গাচ্ছ আহা শুনে প্রাণ ঠাণ্ডাহলো আচ্ছা একটা গাঁজা-খুরি গীত গাও দেখি।

মাধব। আচ্ছা তবে একটা গাঁজার গীত শোন।

রাগিনী ফোঁস। তাল কি চক্র।

চতুর্ব্বর্গের ফল পাবি মন গাঁজা খেলে।
মার দম ও বোম কেদার বোলে॥
আমার হুঁকোর খোল, ব্রহ্মার কুমণ্ডল, বিষ্ণু
দিলেন বাঁশী নল্‌চে বলে। আবার তাতে দিয়ে
ফুক, ভুড়ুক ভুড়ুক, টানলে পরে যায় স্বর্গে চলে॥
তাহা যেজন না খায়, পশু সম প্রায়, তার জন্ম
আর নাহি মোলে। সে জন গোহাবড়ে পড়ে,
শুকুনিতে ছেঁড়ে, প্রাণ যায় জোলে জোলে॥
(গীত গাইতে গাইতে প্রস্থান।)

এইমত গুলির আড্ডাতে কত জন।
গুলির নেশাতে মত্ত হইয়া তখন॥
কেহ কেহ গীত গায় কুক্কুট রাগেতে।
কেহ গাত্র বাজাইয়া নাচে আনন্দেতে॥
বলে কিবা মজাদার মরি হায় হায়।
কি উত্তম গীত শ্রবণ করালি আমায়॥
এইরূপ গোপাল ঘোষ দেখিছে সপন।
আচম্বিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন॥

গোপাল উঠিল তবে স্মরি রাম রাম।
বলে নিদ্রা যোগে কি সপন দেখিলাম ॥
হেন কুসপন আমি কভু নাহি হেরি।
সপ্নে কোথা গিয়াছিনু হরি হরি হরি ॥
এতবলি চলিল যথায় বন্ধুগণ।
কহিল সকল কথা সপন কথন ॥
শুনিয়া সকল লোক হাসিয়া উঠিল।
তথা হৈতে সকলেতে প্রস্থান করিল ॥
যাইতে যাইতে পথে দেখে আরবার।
একজন মাতাল বিশ্রী কদাকার ॥
পথেতে চলিয়া যায় টলিতে টলিতে।
নেশাতে হইয়া মত্ত ঢলিতে ঢলিতে ॥
মুড়ি কড়াই দুটি যায় চিবাতে চিবাতে।
আপনা আপনি চলে বকিতে বকিতে ॥
হেনকালে ধাক্কা আসি দিল একজন।
মদের নেশাতে অম্‌নি খানায় পতন ॥
দেখি চৌকিদার তবে হাতে করি ছড়ি।
সপ্ সপ্ করে দিল পোঁদে তিন বাড়ি ॥
অমনি লইয়া তারে ঝোলাতে পুরিল।
তথা হৈতে মাতালেরে পুলিসে থুইল ॥
এই সব রঙ্গ দেখি জনেক কামিনী।
সঙ্গিনীরে কহে কথা হাসিয়া আপনি ॥

(নিতম্বিনীর প্রবেশ।)

নিতম্বিনী। কোথা লো হরকালী বলি কি হয় ভাই এই

রাস্তাতে এক বড় মজা দেখে এলুম একটা মাতাল গান কচ্ছেল কর্ত্তে কর্ত্তে খানায় অমনি টোলে পড়ে গেল, তারপর একটা পাহারাওলা তার পোঁদে তিন ঘা লাঠি দিয়ে অম্‌নি ঝোলাতে পুরে পুলিসে নে গেল, তাইবলি বোন,নেশাখুরি কি ঝকমারি, আমি ভাই খাই টাইনি এক প্রকার ভাল আছি।

হরকালী। হাঁ বাবা মদের গুণ তুমি কি জান একবার খেলে তুমি আর কি ভুল্‌তে পার বাবা এতে পুত্র শোক নিবারণ হয় তাহার প্রমাণ শুন।

পুর্ব্বেতে আছিল হেথা একই ব্রাহ্মণ।
বড় আদরের এক হইল নন্দন ॥
লিখিতে পড়িতে তারে দিল পাঠশালে।
লুকাইয়া থাকিত চাসার বাগশালে ॥
কত দিনে হৈল পুত্র নেশায় তৈয়ারি।
যুটিল সঙ্গেতে তার আর ইয়ার চারি ॥
শুঁড়ির দোকানে নিত্য করিয়া গমন।
পাঁট পাঁট মদ খেতো এক একজন ॥
ধেনো মদ খেয়ে তারা বকিত বিস্তর।
পথে ঘাটে ভ্রমণ করিত নিরন্তর ॥
গৃহস্থের মেয়ে ছেলে ভয় পায়ে তবে।
শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে জানাইত সবে ॥
পুত্রের গুণাগুণ সব ব্রাহ্মণেরে কয়।
শুনিয়াত সে ব্রাহ্মণ দুখিত হৃদয় ॥

পুত্রেরে কহিল মদ ত্যজ বাছা ধন।
সহ্যতা করিতে নারি পরের বচন ॥
শুনিয়া পিতারে কহে ব্রাহ্মণ কুমার।
তুমি মদ খাও যদি ছাড়ি এইবার ॥
পুত্রের বচনে তবে ভাবিল ব্রাহ্মণ।
একবার খেলে যদি ছাড়য়ে সন্দন ॥
অবশ্য খাইব ইহা সন্ধ নাহি তার।
এতেক ভাবিয়া পুত্রে কহে পুনর্ব্বার ॥
দেহ মদ খাইবারে শুন বাছাধন।
একবার খেলে মদ ছাড়িবে এখন ॥
এতেক বলিয়া গ্লাস মুখেতে ঢালিল।
মদের নেশাতে দ্বিজ মোহিত হইল ॥
তার পরদিন শিশু কহিল পিতারে।
মদ ছাড়ি অনুমতি করহ আমারে ॥
পুত্রের শুনিয়া কথা পিতা কহে তার।
তুমি ছাড় মদ ছাড়া না হবে আমার ॥
তাই বলি মদের গুণ কি জানিবি ছুঁড়ী।
মদ খেয়ে খেয়ে আমি হইলাম বুড়ী ॥
মাতালের দুর্গতি দেখিয়া বন্ধুগণ।
পরস্পর বলাবলি করিছে তখন ॥
আগে যাহা আমাদের গতি হয়ে ছিল।
ইহাদের সেই দশা বুঝিবা ঘটিল ॥
মদ্যপান ঝকমারি বুঝিনু এখন।
আর না কখন ভাই করিব ভক্ষণ ॥

বন্ধুগণ। ভাই তবে কি নেশা ভাল আমাকে উপদেশ দেও।

গোপাল। নেশা মাত্রেই ভাল নয় তাহার প্রমাণ বলি শুন।

গাঁজা যদি খায় তবে লক্ষ্মী তার ছাড়ে।
সিদ্ধি পান করিলে তাহার বুদ্ধি বাড়ে॥
চৌরাশী বাত হয় চরশ পানেতে।
গুলি খেয়ে হাড় কালি জানিবে মনেতে॥
গুড়ুকে গম্ভির বুদ্ধি জানিবে নিশ্চয়।
চণ্ডুপানে ঘুঘু চরে তাহার আলয়॥
আফিম পানেতে মরে নিতান্ত সে জন।
নেশাখুরি কি ঝক্‌মারি কহে জ্ঞানিগন॥

শ্যামলাল। নেশা করবেনা ত কিছুই করবেনা খালি বোসেং গাহনা বাজনা করবে।

ইহা বলি বন্ধুগন, সবে চলে নিকেতন,
আলয়েতে উপনীত হয়।
যথা সবার আলয়, উপনীত সবে হয়,
আনন্দিত হইয়া হৃদয়॥

(সকলের প্রস্থান।

25 JY 67

নাটক সমাপ্ত।